R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১০ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল, ২৫শে মার্চ, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা, বার্ষিক ২০৲ সডাক

মহকুমায় বামপন্থী তুফান, কংগ্রেসী দুর্গে ধস

বিশেষ সংবাদদাতা : এবারের নির্বাচন যুদ্ধে সারা পশ্চিমবাংলাব্যাপী যে তুফান বামফ্রন্ট তুলেছে, তার তরঙ্গ এসে ডুবিয়ে দিল জঙ্গিপুর মহকুমাকেও। মহকুমার ৫টি কেন্দ্রের ৪টি গেল বাম দখলে। ১টিতে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে বর্তমান বিধায়ক হবিবুর রহমান কোন রকমে আত্মরক্ষা করলেন। এবারের ফলাফল সকলকে অবাক করে সাগরদীঘি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী নৃসিংহ মণ্ডলের শোচনীয় পরাজয়। ১৯৮২ তে এই কেন্দ্রে সরাসরি প্রতিযোগীতায় নৃসিংহ মণ্ডল পরাজিত হন মাত্র ৪৪৯ ভোটে, কিন্তু এবারে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় প্রায় ৯০০০ ভোটের ব্যবধানে। এবারে সবচেয়ে কম ভোটের ব্যবধানে জঙ্গিপুর কেন্দ্রের আর এস পি প্রার্থী আবদুল হক পরাজিত হয়েছেন। কংগ্রেসের হবিবুরের সাথে তাঁর ব্যবধান মাত্র ১৫২০। সবচেয়ে বেশী ভোটের ব্যবধান রচনা করে ফরাক্কার বিধায়ক আবুল হাসনাৎ তাঁর পূর্ব ঐতিহ্য বজায় রাখেন। কংগ্রেস প্রার্থীর সাথে তাঁর ব্যবধান ৯১০৪। গত ২৪ মার্চ প্রথম ভোট গণনার দিন সাগরদীঘি, সুতী ও জঙ্গিপুরের ভোট গণনা হয়। সেদিন সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্রে অভূতপূর্ব লোক সমাগম দেখা যায়। রাত্রি ৮টা নাগাদ সুতী ও সাগরদীঘি উভয় কেন্দ্রে বাম প্রার্থীদের জয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। তখনও জঙ্গিপুর কেন্দ্রের গণনা চলছে। হবিবুর রহমান প্রত্যেক বুথেই কিছু না কিছু ভোটে এগিয়ে থেকেছেন সারাক্ষণ। রাত্রি প্রায় ১১টায় শেষ রাউণ্ডের গণনার পর ফলাফল হবিবুরের পক্ষে যায়। পরদিন ২৫ মার্চ সকাল দশটায় গণনা শুরু হয় ফরাক্কা ও অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের। প্রথম রাউণ্ড থেকেই উভয় কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থীরা এগিয়ে চলেন। অবশেষে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সব সংশয় দূর করে উভয় কেন্দ্রেই সি পি এম প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। এই মহকুমায় বামফ্রন্টের উল্লেখ-যোগ্য জয়লাভ অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে। বহু বৎসরের একটানা কংগ্রেসী দখলে থাকা অরঙ্গাবাদ আসনটিকে মনে করা হতো কংগ্রেসের অভেদ্য দুর্গ। সি পি এমের তরুণ প্রার্থী তোয়াব আলী পরপর তিনবারের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই আসনটিকে এবার ছিনিয়ে নিলেন কংগ্রেসীদের হাত থেকে। ভোটের ব্যবধানও উল্লেখযোগ্য। ১৯৮২ তে প্রয়াত হাজী লুৎফল হক এই আসনে তোয়াব আলীকে পরাজিত করেন মাত্র ২৩২০ ভোটের ব্যবধানে। কিন্তু এবার তোয়াব আলী জয়ী হলেন ৫৫৯০ ভোটের ব্যবধানে।

কেন্দ্র অনুযায়ী ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল

জঙ্গিপুর : মোট ভোট ১,২৫,৭২৫, প্রদত্ত ভোট ৮৪,৫৮৯, বাতিল ১,৩৬৩, হবিবুর রহমান (কং ই) ৩৮,৪৬৮ (নির্বাচিত), আবদুল হক (আর এস পি) ৩৬,৯৪৮, অচিন্ত্য সিংহ (এস ইউ সি) ৬,৩২৪ (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

এস ডি পি ও র উদ্ধত আচরণে শহরে ত্রাসের সঞ্চার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ মার্চ ভোট গ্রহণের দিন জিপ নিয়ে সারা রঘুনাথগঞ্জ শহরে এস ডি পি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়িয়েছেন। ভোটের দিন যে জনসাধারণ স্লুটার ব্যবহার করতে পারবেন না তা জন-সাধারণকে আগে জানানো হয়নি। ফলে অনেকেই স্লুটারে চেপে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক অনুপ চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক স্লুটারে চেপে রঘুনাথগঞ্জ স্কুলের বুথে ভোট দিতে গিয়েছিলেন। আঙ্গুলে কালি লাগানোর পর যখন তিনি ভোট দিতে উদ্যত তখন এস ডি পি ও সাহেব তাঁকে বুথ থেকে টেনে নিয়ে যান এবং বলেন যে তাঁর স্লুটার 'সীজ' করা হ'ল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় অনুপবাবুকে উত্তর দেওয়া হয়—'বেশী কথা বলবেন না, হাজতে ভরে দিব'। স্লুটারসহ অনুপবাবুকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীও এই গোলমালে ভোট দিতে পারেন না। প্রশ্ন এই যে, কোন (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

নির্বাচনে রিগিং করতে গিয়ে প্রধান গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর : নির্বাচনের দিন সেখালীপুর গ্রাম পঞ্চা-য়েতের ২, ৩ ও ৪নং বুথে ব্যাপকহারে রিগিং করতে গিয়ে সেখালীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসী প্রধান দিল মহম্মদ দলবলসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। কিন্তু থানায় নিয়ে যাবার পথে প্রধান পুলিশের হাত থেকে রহস্যজনকভাবে পালিয়ে যান। অন্যরা পুলিশ হাজতে। অভিযোগ—সি পি এম দলের এজেণ্টদের জোরপূর্বক বুথ থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের সামনেই নাকি তাঁরা আব্দুস সাত্তারের পক্ষে ভোট দেন। উল্লেখ্য, সেখালীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হলেও লালগোলা বিধানসভার মধ্যে পড়ছে। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে—এই প্রধান সম্বন্ধে জঙ্গিপুর সংবাদে গত ১৪ জানুয়ারী 'পঞ্চায়েত প্রধান নাবালক' শিরোনামায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে জিতলাম—হবিবুর রহমান

জঙ্গিপুর : বামফ্রন্টের ব্যাপক জয়ের মুখে জঙ্গিপুর বিধানসভার আসন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কংগ্রেসী বিধায়ক হবিবুর রহমান। একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান—এই জয় জনগণের জয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মুসলিম লীগ, এস, ইউ, সি এবং বামফ্রন্টের সর্বশক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও এই আসন অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি একমাত্র জনগণের ব্যাপক সমর্থনের জন্য। আবদুল হকের মতো সাম্প্রদায়িক নেতার বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দিয়েছেন জঙ্গিপুরের মানুষ। জঙ্গিপুর শহরের কয়েকটি বুথে সি পি এম সমর্থকরা রিগিং করেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০ টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই চৈত্র বুধবার, ১৩৯৩ সাল

নির্বাচনোত্তর—১

পশ্চিমবঙ্গে দশম বিধান সভার নির্বাচন হইয়া গেল। নির্বাচনের পূর্বে সর্ববিধ উদ্দীপনা ও প্রচার আর নাই। প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতির ফর্দও এখন মিলাইয়া গিয়াছে। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কতখানি কাজ করিয়া জনগণের ভবিষ্যৎ আস্থাভাজন হইবেন, তাহাই দেখার। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও কেরল ও জম্মু-কাশ্মীরের বিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই রাজ্যের ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ। 'মোটামুটি' কথাটি কিছুটা অস্পষ্ট। কারণ স্থানে স্থানে নানা অশান্তি ঘটিয়াছে। আর সেই সব অশান্তিও উপেক্ষণীয় নহে। ফলে কোথাও কোথাও সুস্থ নির্বাচন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং পুনরায় নির্বাচনের দাবী জানান হইয়াছে। সে দাবী কতদূর মানা হইবে, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, এবার এই রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচনে কিছু এলাকায় ভোট বয়কট করা হইয়াছে।

দার্জিলিং এর পার্বত্য এলাকায় এই ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হইয়াছিল। আর সে ডাকে সাড়াও মিলিয়াছে। ভয়েই হউক আর আন্তর প্রেরণাতেই হউক, ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে হাজির হন নাই। নির্বাচনের পূর্ব হইতেই অগ্নিগর্ভ পার্বত্য এলাকায় যে নরমেধ যজ্ঞ চলিতেছিল, তাহাতে ভোটারদের প্রাণের ভয় থাকা স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই ভোট-বর্জন ইহাও স্বাভাবিক। যাঁহারা ভোট বয়কটের ডাক দিয়াছিলেন, তাঁহারা উল্লাস করিয়া জনগণকে এই স্বতঃস্ফূর্ততার ব্যাপারে ধন্যবাদবাণী যতই প্রচার করুন না কেন, প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কাতেই এই ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, ইহা তাঁহারাও ভালই জানেন। সুস্থ গণতান্ত্রিক নীতি ইহাতে ব্যাহত হইয়াছে।

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হইবার পূর্বেই আমাদের বর্তমান নিবন্ধ লিখিত হইতেছে। কাজেই সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আমরা এখন পর্যালোচনার অবকাশ পাইব না। তবে প্রকাশিত ফলাফলের গতিপ্রকৃতি দেখিয়া নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, এবারের নির্বাচনেও ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট দলই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া দেশের শাসনভার হাতে লইবেন এবং জনগণের কল্যাণে নবশক্তিতে আত্মনিয়োগ করিয়া ভবিষ্যৎকালের পথ পরিষ্কার করিবেন।

ভোট, ভোট—৩

অনুপ ঘোষাল

ভোট, ভোট—ভোট হয়ে গেল। ফলাফলও হাতে এসে পৌঁছে, পৌঁচচ্ছে। এই প্রতিবেদন প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত বামফ্রন্ট মোট ২৩টি আসন পেয়েছে যেখানে কংগ্রেস মাত্র ৩৬টি। নিতান্ত অসম বিরোধী পক্ষ। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং আশীর্বাদ নিয়ে বামপন্থীরা আবার ক্ষমতায় এলেন।

এবারের ভোটিং প্যাটার্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে—কংগ্রেস কেবলমাত্র কলকাতা বা তার শহরতলীতে (এবং শিল্পাঞ্চলে) প্রভাব ফেলতে সমর্থ হলেও গ্রামাঞ্চল থেকে মোটামুটি সাফ হয়ে গেছে। এমন কি কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত মুর্শিদাবাদ এবং মালদহতেও কংগ্রেস কোণঠাসা। জঙ্গিপুর মহকুমার ৫টি আসনের মধ্যে মাত্র ১টিতে কংগ্রেস টিমটিম করছে। বাকি চারটিতেই বামফ্রন্ট। অর্থাৎ কংগ্রেসের ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতি বা কর্মসূচীর কাহিনী কলকাতা (বা শিল্পাঞ্চলে)র মানুষ নিলেও গ্রামবাসীরা তা শুনতেই চাইল না। এমন কি লক্ষ লক্ষ টাকা (অপঃ?) ব্যয়ে যুবক রাজীব ৬৫টি জনসভা জনসাধারণের ভিড়ই টানল, ভোট টানল না। মোদ্দা কথা—ভুস্ করে উড়ে এসে বাণী বিলিয়েই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবাদী মানুষকে টেনে আনা যায় না। গ্রাম বাংলার মানুষের বর্তমান বিশ্বাস এবং বামপন্থার ওপর আস্থায় চিড় ধরাতে একমাত্র প্রয়োজন তৃণমূল স্তর থেকে সাংগঠনিক প্রতিরোধ। যা কংগ্রেসের রক্তে নেই। সোজা কথাটি হল—ওপর চালাকিতে কোন কাজ হয়নি, হবে না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এতটা হবার কথা ছিল কি? সাধারণতঃ যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন—তাঁরা অনেক কিছু করলেও, না করার পাল্লাই থাকে ভারি। স্বভাবতঃই ক্ষমতাসীনরা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় না দিলে জনপ্রিয়তা হারাতে বাধ্য। বামফ্রন্ট সরকারের কি সেই মূলধন—যার জোরে শুধু একবার নয় পরপর তিন দফার নির্বাচনে বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে তাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কংগ্রেসকে বারবার পর্যুদস্ত করছেন? আগের প্রতিবেদনেই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম—তাঁরা ক্যাডাররাজ চালু করলেও মস্তানরাজকে সযত্নে দমিয়ে রাখতে পেরেছেন।

আর একটি বড় কারণ—সবাই চান, একটা স্থায়ী সরকার। কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে। দু'দিন অন্তর ডামাডোলের বদল সাধারণের অভিপ্রেত নয়। অন্যান্য কংগ্রেসী রাজ্যে শক্ত গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও দিল্লীর সুতোর টানে হামেশাই মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ মন্ত্রীরাও বদলে যাচ্ছেন। এতে রাজ্যে প্রশাসনিক স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়, জনতা বিরক্ত হন। তার প্রভাবও এবারের ফলের মধ্যে রয়েছে। বামফ্রন্টের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিয়ে খেয়োখেয়ি বা পাল্টাপাল্টির সুযোগ নেই। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের মত রাজ্য-প্রশাসনেও স্থায়ী সরকারের প্রশ্নটি বিবেচিত হয়েছে বলেই মনে হয়। এবং বলা যেতে পারে—অনেক ভোটার যাঁরা বিগত লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছিলেন যে কারণে, সেই কারণে তাঁরাই এবার বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থন জানিয়েছেন।

কংগ্রেসের ভরাডুবির সবচেয়ে বড় কারণের ইঙ্গিত আমি পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে রেখেছিলাম। সেটি হল—ব্যর্থতা সত্ত্বেও বামফ্রন্টের বিকল্প হয়ে (বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে) কেউ গড়ে উঠতে পারেনি। ভাল করুক, মন্দ করুক—বামফ্রন্টই পশ্চিমবঙ্গে যোগ্যতম গোষ্ঠী। পরিবর্তে গ্রামবাংলার মানুষ কাউকেই খুঁজে পায়নি। তাই ফিরিয়ে এনেছে সেই বামফ্রন্টকেই।

পরিশেষে বলি এই বিরাট জয় সত্ত্বেও বামফ্রন্টের আত্মসন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। বিপুল সমর্থনে সরকারে ফিরে আসা মানেই বেশীর ভাগ মানুষ তাদের 'ইজম্' এর বা কাজকর্মের অন্ধ সমর্থক—একথা মনে করা ভুল। উন্নয়নের কাজ নানা অজুহাতে বিঘ্নিত হয়েছে বিগত বছরগুলিতে, বেকারি বেড়েছে, গ্রামীণ অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়নি—সে সব কথা মনে রেখেই বামপন্থীদের এগোতে হবে। আর একটি অমোঘ সাবধান বাণী উচ্চারণের প্রয়োজন—বদলার রাজনীতি (যা আত্মতুষ্টি, দম্ভ এবং হঠকারিতার নামান্তর) বাংলার মানুষ চিরকালের জন্য বর্জন করেছেন। সে বিষয়ে দলের ক্যাডারবাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত না রাখলে আগামী দিনে সব হিসেবই উল্টে যাবে।

বিনা খরচে সেচের জল দেওয়া হবে

জঙ্গিপুর ঃ সরকারী সূত্রে জানা যায়—গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের চাষের সাহায্য করতে বিনা খরচে সেচের জল দেওয়ার এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন পঃ বঃ সরকার। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ভারপ্রাপ্ত জনৈক কর্মী জানান এই প্রকল্পের সমস্ত ব্যয় ভরতুকী হিসাবে ধরা হবে। ৮টি অঞ্চলের ৩০ জন চাষীকে ৮৬-৮৭ আর্থিক বছরে নিখরচায় সেচের জল দিতে চলতি বৎসরে সরকারী ব্যয় হবে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা।

ভোট যুদ্ধ, অতঃকিম...

সৌমিত্র সিংহ রায়

আগামী পাঁচ বছরের জন্য গণতন্ত্রে 'বাই দা পিপল্'-এর কাজ শেষ। জমবে না জমবে না করেও শেষধারে ভোট যুদ্ধ মেতে উঠেছিল। দিল্লীশ্বর এসে তোতাপাখির মতো প্রিয় ভাষণ উগরালেন। বঙ্গবীর না এলেও তাঁর বৃদ্ধ সেনাপতি বিনয়ী কৌশলে কেন্দ্রের বঞ্চনার টেপ শোনালেন। গঁয়ের দীনু বৈরাগী, ফকির সেখদের বেঁচেবর্ত্তে থাকার কষ্টকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে 'ষ্ট্যাটাসে' পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ব্যাস! হাফ নেতা থেকে সিকিনেতা, মায় পাঁচ পয়সার মতো প্রায় মূল্যহীন কর্মীরা পোষ্টার, ফেষ্টুন বগল-দাবা করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতদিন উদাসীন থাকা ভোটার প্রেমিকরা মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল ফ্যানের মতো দু'দলে ভাগ হয়ে পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে, চায়ের দোকানে পেয়ালায় তুফান তুলল। প্রতিপক্ষের পর-চর্চায় শিক্ষা, রুচি, রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নেতা আড়ালে চশমার কাঁচ মুছে, কুটিল হেসে আপনমনে গুণগুণিয়ে উঠল, 'এ কেমন রঙ্গ জাদু....'। ভোটের জ্বর ঝট করে ১০৩° ডিগ্রী উঠে গেল। বাজারে, অফিসে, শিক্ষা-লয়ে দু'দলের শ্রাদ্ধ করতেন সে সব বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ীরা, তাঁরা আবার নিজেদের 'প্রগতি-শীল' প্রমাণ করতে শিবিরের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলেন। এতদিন কথার তুবড়িতে 'বিপ্লব' করতেন যাঁরা, এখন আর কেউ পাত্তা দেয় না বলে 'মেরুকরণের তত্ত্ব' আবিষ্কার করে গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন। কয়েকদিনের রোমাঞ্চে জনগণ কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাড় জিরজিরে, চোখ কোঠরাগত মানুষগুলো ভরপুর স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ নেতাদের বিনয়ে গলে যায়। নাকি গাড়ী, শহুরে বাবু, গাঁয়ের মাতব্বরদের দেখে আবার সম্মোহিত হয়ে পড়ে। হায় স্মৃতি, বড় দুর্বল! এ ভাবেই ভোট উৎসব শেষ হয়। যে জেতে তাকে আর এ মুখ পানে দেখিনে। যদি কেউ কিছু চেয়ে বসে। ওরা তো বোঝে না 'সীমিত ক্ষমতায়' নিজের গুছিয়ে অন্যদের জন্য করা কত মুশকিল! রকবাজ বেকারদের 'হাই হোপ' কিছুদিন পরেই পারদের মতো ঝুপ করে নেমে যায়। মাঝে সাঝে মন্ত্রী দর্শনের সৌভাগ্য হলে তারস্বরে খিস্তি দিয়ে আধুনিক শিক্ষায় সম্ভাষণ জানায়। 'হোপ '৮৭' আবার '৯২-তে বদলা নেবার জন্য ফোঁসে। ক্রমাগত দিনগত পাপক্ষয়।

অতঃকিম..... ॥

এই কি গ্রাম উন্নয়নের নমুনা।

ধুলিয়ান ঃ ২০ মার্চ, গত দশ বছর আগে রতনপুর গ্রামে বিদ্যুতের থাম্বা বসানো হয়েছে—অথচ আজও ময়না বিড়ির কাছ থেকে কাঞ্চনতলা অঞ্চল প্রধানের বাড়ী পর্যন্ত বিদ্যুতের কোন দেখা নেই। রাস্তা ঘাটের অবস্থাও অবর্ণনীয়। দরিদ্র জনগণের সাথে এভাবে প্রহশন করা হচ্ছে কেন? এ ব্যাপারে সং-শ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা জানান—সামনে নির্ব্বাচন, সে জন্যই কোন কাজ হচ্ছে না। এলাকার জনগণ এ ব্যাপারে সত্বর প্রতিকার দাবী করছেন।

বলাকা গোষ্ঠীর নাট্য অবদান

অরঙ্গাবাদ ঃ স্থানীয় বলাকা গোষ্ঠীর পরি-চালনায় সম্প্রতি দুটি সফল নাটক অভিনীত হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মহঃ হেলালুদ্দিন ও প্রধান উপদেষ্টা দিগম্বর মুখার্জী। নাটক দুটি দর্শকদের আনন্দ দান করে এবং অভি-নেতারা সকলের প্রশংসা লাভ করেন।

ভলিবল প্রতিযোগিতা

আহিরণ ঃ সম্প্রতি স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবের পরিচালনায় প্রিয়বালা দাস স্মৃতি শীল্ডের এক-দিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ বাসুদেব মুখার্জী ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আহিরণের কৃতি সন্তান বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে কর্মরত নিহারেন্দুবিকাশ সরকার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন।

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কাশিয়াচক শাখা অফিসসহ) ১৩৯৪ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৩৯৩ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ৩০শে চৈত্র ১৩৯৩ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডার-দাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোনও কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

তারিখ, অরঙ্গাবাদ
১-১২-৯৩
১৬-৩-৮৭

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত
সেক্রেটারী, ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি
মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা কাঁচা লেবেলবিহীন বিড়ি সরবরাহ এবং তাহা লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র সংস্থাধীন সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরীতে (শাখা অফিস সহ) বাং ১৩৯৪ সালের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। টেণ্ডার ১৩৯৩ সালের ২৯শে চৈত্র বৈকাল ৫ ঘটিকায় গৃহীত হইবে এবং পরবর্ত্তী দিনে উক্ত সময়ে টেণ্ডার দাতাদের সম্মুখে টেণ্ডার খোলা হইবে। কোনও কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোন টেণ্ডার বা টেণ্ডার সমূহ গ্রহণ বা বাতিল করিতে পারিবেন। বিড়ির নমুনা, সেপ সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং-এর পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট ফ্যাক্টরীতে বা অত্র সংস্থার অফিসে জানা যাইবে। ইতি—

তারিখ
ধুলিয়ান
২৪-৩-৮৭

এল, এন, আগরওয়ালা
জয়েণ্ট সেক্রেটারী
ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

বিঃ দ্রঃ—যে সমস্ত বিড়ি কোম্পানী রামনবমী করেন সে ক্ষেত্রে ৬-৪-৮৭ তারিখ বৈকাল ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য।

NTPC **National Thermal Power Corporation Ltd.**

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

(A Govt. of India Enterprise)

MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P.O. NABARUN—742236 DT. MURSHIDABAD (WB)

TENDER NOTICE

Sealed Tenders (in triplicate) superscribing "Tender reference", "Due date of opening" and "Earnest Money details" are invited only from **reputed Manufacturers and/or their Accredited Agent/Dealer/Stockists**(duly supported with Authorisation Certificates—**without which application for Tender Documents/offers will not be considered)** for supply of the following :

GROUP—A

Sl. No.	Tender No.	Description	Quantity	Date of opening of Tender
1.	FS : 42 : MD : T—504	Non-ferric Alum (Pure Grade) as per IS : 260-1969, packed in HDPE bags (may be second hand) of five slabs/lumps of 10 kgs. each (max). Weight of each bag should not be more than 50 kgs.	1200 MT (To be supplied throughout the year ending March '88)	03.04.87
2.	FS : 42 : MD : T—505	Hydrochloric Acid chemically pure grade as per IS : 265-1976 (the tanker outlet valve should have flange of OD-155 mm, ID-50 mm with 4 bolts of 16 mm dia at P.C.D 114 mm dia equally spaced. Otherwise tanker will be returned back without unloading)	1200 MT (To be supplied throughout the year ending March '88).	03.04.87
3.	FS : 42 : MD : T—506	Hydrazine hydrate of strength 80% (W/W) basis min. as N_2H_2, H_2O, packed in 200 kg. net polythenelined M.S. drums.	2400 Kgs.	03.04.87
4.	FS : 42 : MD : T—577	Baby Incubator for Premature babies and High risk INFANTS along with following arrangements : 1) Precision temp regulative 2) Adjustable O_2 concentration 3) Adjustable relative humidity 4) Skin temp. regulating unit 5) Minimisation of noise nuisance. Also it should have various ancillary devices etc. for secretion, extraction, administration of extra O_2 ventilation automization/humidification, infusion phototherapy etc	1 No.	08.04.87
5.	FS : 42 : MD : T—53(A)	Power hammer, 1 MT capacity.	1 No.	08.04.37
6.	FS : 42 : MD : T—53 (B)	Selection process (Electro chemical metallizing system) All purpose machine application installation	1 No.	08.04.87

GROUP—B

Sl. No.	Tender No.	Description	Quantity	Date of opening of Tender
1.	FS : 42 : MD : T—608	Atomic Absorption Spectrometer	1 Set	12.05.87
2.	FS 42 : MD : T—609	Microprocessor based digital Ion Analyser	1 Set	12.05.87
3.	FS 42 : MD : T—456	Electrically operated Monorail Hoist 7.5 MT capacity	3 Nos.	12.05.87
4.	FS : 42 : MD : T—378	Live Line Detector	6 Nos.	12.05.87
5.	FS : 42 : MD : T—53 (C)	Watch makers lathe Height of centre—100 mm.Admit between the centre-300 mm	1 No.	08.05.87
6.	FS : 42 : MD : T—53 (D)	Plate Bending Mill	1 No.	08.05.87

For the items under Group 'A', offers will be received directly i.e. no Tender Documents will be sold whereas for the items under Group 'B', the Tender documents will be sold to the prospective Bidders.

TERMS & CONDITIONS :

1. Tender Documents can be purchased from the office of the Chief Materials Manager on any working day either in person or by post against payment of Tender fee of Rs. 50/- **per set** to NTPC Ltd., Farakka in the form of Demand Draft or Postal Order encashable to P.O. Khejuriaghat, Dist. Malda, which is non-refundable (Money Order will not be acceptable).
2. Tender Documents will be issued only to prima-facie qualified manufacturer and/or Authorised Stockists/Dealers after scrutiny of data which is to be furnished alongwith their request for issue of tender documents. However, issue of tender documents will not automatically mean that such Bidders are considered qualified. NTPC reserves the right to alter the qualifying requirements.
3. NTPC will not be responsible for non-rec[illegible]/late receipt or loss of Tender Documents in Postal Transit.
4. Tender Documents are not transferable.
5. Tender shall be submitted on Vendor's own Letterhead in two separate sealed envelopes.
6. One envelope shall be superscribed as "Earnest Money and Credentials", (EMD—2% of the total quoted value).
7. The second envelope shall be superscribed as "Technical & Commercial Bid" and will contain the price and other commercial terms and conditions offered by the Bidders. The second envelope of only those Bidders shall be opened who satisfy the requirement of Earnest Money as called for and credentials Authorisation Certificate (for dealer).
8. Offers shall accompany the copy of Purchase Orders alongwith list of users for similar items and latest ITCC (and latest test certificate from any Govt. approved laboratory for items at sl. no. 1 to 4 under group 'A').
9. The prices should be firm and final, should be FOR NTPC Ltd (Stores) (For full truck load)/ Farakka, Dt. Murshidabad (WB) by road basis (for smalls). Any taxes, duties or any other charges (i.e. packing and forwarding etc.), if leviable **shall be clearly indicated (indicating the rates/values)**.
10. Delivery Ex-stock for items at sl. no. 4 to 7 under group—A and all items under group—B preferred. Otherwise firm delivery period may be indicated.
11. In the event of any delay in delivery Liquidated Damage @ ½% per week or part thereof subject to maximum of 10% of the order value shall be levied.
12. 100% payment will be released within 30 days of receipt and acceptance of materials at NTPC Stores. Liberal payment terms may be considered under special condition. However, all the Bank charges to be borne by the supplier.
13. Successful bidder shall have to submit/furnish Security Deposit for 5% value of the order. For supply of equipment/instruments a Performance Guarantee for 10% value of the order shall have to be submitted by the supplier.
14. Earnest Money Deposit/Security Deposit/Performance Guarantee may be submitted in any of the following forms :
    i) D.D. drawn in favour of NTPC payable at Farakka.
    ii) Cheque in favour of NTPC duly certified by the Banker "GOOD FOR PAYMENT".
    iii) FDR/NSC/National Defence Deposit Certificate/NTPC Power Bond duly endorsed in favour of NTPC.
    iv) The above guarantee may be submitted in the form of Bank Guarantee (from a Nationalised/Scheduled Bank) in NTPC format.
15. NTPC reserves the right to choose, accept any or all offers in full or part, reduce or increase the quantity, split the order including rejection of any request for issue of Tender documents.
16. Bids from the Tenderers who have not purchased the Bid Documents (for group—B items only), Bids not accompanied with EMD and Bids from **Agents/Stockists without** letter of Authority from the Manufacturers are liable to be rejected.
17. NTPC may also use the Tender Notice for Enlistment of vendors for similar requirement in future.
18. Tender will be opened at 11-30 hours on the specified dates, receipt of which will be closed at 1-00 hours.
19. Sale of Tenders will be closed at 15-00 hours on working day before the opening of Tender.
20. The Bids shall remain valid for 90 days from the date of opening of the same.

PPS

CHIEF MATERIALS MANAGER

ব্যাঙ্ক থেকে প্রাইমারী শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন

জঙ্গিপুরঃ সম্প্রতি পঃ বঃ সরকারের এক আদেশ বলে প্রাইমারী শিক্ষকরা তাঁদের মাস মাহিনার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে পাচ্ছেন। ডাকঘরের মানিঅর্ডারের অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। ঐ আদেশ নামায় বলা হয়েছে শহর থেকে ৭ কিমি দূরত্বে অবস্থিত স্কুলগুলির শিক্ষকরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ঐ টাকা পাবেন, এবং তার দূরবর্ত্তী স্কুলের কার্য্যরত শিক্ষকরা টাকা পাবেন নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্যাঙ্কগুলি থেকে। কিন্তু শিক্ষকদের অভিযোগ, কার্য্যক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। কিছু শিক্ষক তদ্বির করে ১০ কিমি কিংবা তারচেয়েও দূরের স্কুলে কার্য্যরত থেকেও ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে বেতন পাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এইসব শিক্ষকরা শহর থেকে যাতায়াত করে গ্রামের স্কুলে কাজ করেন। আবার ৭ কিমির মধ্যে চাকরী করেও অনেক শিক্ষককে গ্রামের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে যেতে হচ্ছে। অন্যদিকে অভিভাবকদের অভিযোগ, বেতন তোলার দিন একযোগে সব শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় স্কুলে ছুটির দিন আর একটি বেড়ে গেছে। তঁদের অভিমত—একজন প্রতিনিধি সকলের বেতন তুলে আনতে পারলে কিংবা শিক্ষকদের ব্যাঙ্ক চেক দেবার ব্যবস্থা করলে এ অব্যবস্থা দূর করা সম্ভব হয়।

ঋণ আদায় শিবির

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্মতিনগর শাখার ঋণ আদায় শিবিরে ১৫০ জন ঋণ গ্রহীতা স্বেচ্ছায় তাঁদের টাকা জমা দিয়ে সুস্থ নজির রাখলেন। তেঘরী ১ ও ২নং অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক রিনচেন টেমপো, স্থানীয় বিধায়ক হবিবুর রহমান, ২নং ব্লকের বিডিও এবং গ্রামের বহু মানুষ। আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ ত্রিশ হাজারেরও বেশী। স্বেচ্ছায় ঋণের টাকা পরিশোধ করায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পক্ষে প্রতিনিধি কুণালকান্তি দে সকলকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলে ঋণদানে সরকারী লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ পূরণ করা হয়।

শরীয়ত সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে সভা

ফরাক্কা : সম্প্রতি এই থানার তোফাপুর লাল মাটি মাদ্রাসা ময়দানে ফরাক্কা শরীয়ত সংরক্ষণ কমিটির উদ্যোগে প্রস্তাবিত ঐচ্ছিক ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সাপ্তাহিক মীযান পত্রিকার সম্পাদক সেখ নাসীর আহম্মদ, জামায়াতে ইসলামীর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহকারী আমীর ডাঃ রাইসুদ্দিন। এ ছাড়া স্থানীয় ও আশেপাশের বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মুসলীম সংগঠনের আলেমবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবগুলি প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN—742236 DIST. MURSHIDABAD : WEST BENGAL

GRAM : THERMPOWER

Materials Department

CORRIGENDUM

Tender No. FS : 42 : MD : SDG-1/87 dated 17-2-87 for handling and transportation of materials at NTPC/FSTPP Pvt. Rly. Sdg and loading, unloading and stacking of incoming/outgoing consignments carried by road published earlier and due for opening at 10 A. M. on 18-3-87 has been extended/amended to read as under.

1.	Last date for sale of tender documents	upto 07-4-87 during working hours
2.	Due date of opening of bid documents	10-00 A. M. on 08-4-87

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS SHALL REMAIN UNALTERED

Chief Materials Manager

NTPC/FSTPP

শহরে ত্রাসের সঞ্চার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারী অফিসার এভাবে কোন ভোটারকে ভোটদানে বাধা দিলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে কি না? নিতাই সিংহ নামে বি-ডি-ও অফিসের আর এক ষ্টাফকেও চক্রবর্তী সাহেব রাস্তায় ধাওয়া করে তাঁর স্কুটার ধরেন এবং তাঁকে গালি-গালাজ করেন। "হাজতে ভরে দিব, চাকরী খেয়ে নিব, এক চড় মারব"—ইত্যাদি ভাষণে আপ্যায়িত করেন। এস-ডি-পি-ওর এই ধরনের আচরণে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ রঘুনাথগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ জানান এবং মহকুমা শাসকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা জঙ্গিপুর মহকুমা চোরাই চালান ও অনুপ্রবেশের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে। প্রতিদিন প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। পুলিশ ও বি-এস-এফের নাকের ডগা দিয়ে ট্রাকের কনভয় বাংলাদেশী মাল বহন করে দূর দুরান্তরে পাড়ি জমাচ্ছে! আইন রক্ষক পুলিশ রহস্যজনকভাবে নীরব। ফরাক্কা থেকে শুরু করে মোড়গ্রাম পর্যন্ত ন্যাশন্যাল হাইওয়ে ছিনতাইকারীদের স্বর্গরাজ্য। শহরের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে ড্রাগস্ ও চোলাই মদের কারবার চলছে। এই সব গুরুতর অপরাধ দমনে পুলিশের কপটনিদ্রা ভাঙ্গে না। কিন্তু শান্তি-প্রিয় নাগরিকদের হেনস্তা করার সময় অনেক পুলিশ অফিসারই অতিরিক্ত উৎসাহ দেখান।

এই এস-ডি পি-ও-ই কিছুদিন আগে মহাদেব দাস নামে এক যুবককে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর করেন। তাঁর অপরাধ, তিনি রাস্তার পাশে নিজের সাইকেলে পা রেখে বসেছিলেন। স্থানীয় পৌরপতি পরমেশ পাণ্ডে ও পৌর কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে এস্-ডি-পি-ও সাহেব বলেন যে তিনি ভাইয়ের মত মহাদেববাবুকে শাসন করেছেন। প্রশ্ন এই যে জনসাধারণ যদি মাথা গরম পুলিশ অফিসারকে ভাইয়ের মত শাসন করে তাহলে সেটা কি খুব আরামদায়ক হবে? একজন রিক্শা-চালক ও আরও কয়েকজন নিরীহ নাগরিক চক্রবর্তী সাহেবের কাছে কল্পিত অপরাধে মারধর খেয়েছেন। কিছুদিন আগে জঙ্গিপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী বরুণ রায়ের সঙ্গেও তিনি অত্যন্ত উদ্ধত ও অশালীন আচরণ করেন।

পুলিশের কাজ দেশের আইনরক্ষা করা, অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজ দমন করা, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের রক্ষা করা। মোট কথা জনসাধারণের সেবা করাই পুলিশের কাজ। কিন্তু ক্ষমতার মদমত্ততায় তারা যদি মনে করে যে তারা জনসাধারণের প্রভু বনে গিয়েছে এবং যা খুসি তাই করতে পারে তবে তা দুর্ভাগ্যজনক হবে। পুলিশের কাছে মানুষ ভদ্র ও সংযত আচরণ আশা করে।

কংগ্রেসী দুর্গে ধস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবু খালেদ (মুঃ লীগ) ৭৬৩, মৃণাল-কান্তি ঘোষ (নির্দল) ৭২৮।

গত নির্বাচন (১৯৮২) হাবিবুর রহমান কংগ্রেস(ই) নির্বাচিত হন। ভোটের ব্যবধান—৯৫৮৫

সাগরদীঘি কেন্দ্র: মোট ভোট—১,১৫,৮৩৯, প্রদত্ত ভোট—৮৭,২৬৯, বাতিল—১,৪৭১

পরেশ দাস (সি, পি, এম) ৪৭,০৭৪ (নির্বাচিত), নৃসিংহ মণ্ডল (কং ই) ৩৮,১২২, মাল ঘেঘনাদ (নির্দল) ৬০২

গত নির্বাচন (১৯৮২) হাজারী বিশ্বাস সি, পি, এম নির্বাচিত হন। ভোটের ব্যবধান—৪৪৯

সুতী কেন্দ্র: মোট ভোট ১,১৪,৬১২ প্রদত্ত ভোট ৮৪,৩৮০, বাতিল ১,৪০৫

শীস্ মহম্মদ (আর, এস, পি) ৩৮,৩২৯ (নির্বাচিত), মো: সোহরাব (কং ই) ৩৫,০৫৭, গোপাল দাস (বি, জে, পি) ৬,৭৫৩, বিজয়কুমার দাস (এস, ইউ, সি) ১,৮৩২, বিশ্বাস ওয়াজেদ আলি (মুঃ লীগ) ১,০০৪

গত নির্বাচন (১৯৮২) শীস্ মহম্মদ, আর এস, পি নির্বাচিত হন। ভোটের ব্যবধান—৮,৩৩৫

অরঙ্গাবাদ কেন্দ্র: মোট ভোট ১,১০,৬১৭, প্রদত্ত ভোট ৮৪,৮০৭, বাতিল ১,০৯৮, তোয়াব আলি (সি, পি, এম) ৪০,৬৫৩ (নির্বাচিত), হুমায়ুন রেজা (কং ই) ৩৫,০৬৩, অশোককুমার দাস, (বি, জে; পি) ১,৮০২, ইয়াদ আলি (নির্দল) ৯৯৩, মরতুজ আলি (মুঃ লীগ) ৫,১৯৮

গত নির্বাচন (১৯৮২) প্রয়াত হাজি লুৎফল হক (কং ই) নির্বাচিত হন। ভোটের ব্যবধান—২,৩২০

হাজি লুৎফল হকের মৃত্যুতে উপ-নির্বাচনে (১৯৮৫) নির্বাচিত হন কং (ই) এর হুমায়ুন রেজা ভোটের ব্যবধান ১১৩৩

ফরাক্কা কেন্দ্র: মোট ভোট ১,০৩,৯৪০ প্রদত্ত ভোট ৮১,৭০১, বাতিল ১,৩৮২, আবুল হাসনাৎ খাঁন (পি, পি, এম) ৩৫,২১৬ (নির্বাচিত), মইনুল হক (কং ই) ২৬,১১২, জেরাত আলি (নির্দল) ৫,৪৭১, মৌলানা আজিজুর রহমান (মুঃ লীগ) ৩,২৮১, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ (বি, জে, পি) ১০,২৩৯

গত নির্বাচন (১৯৮২) আবুল হাসনাৎ খাঁন, সি, পি, এম নির্বাচিত হন। ভোটের ব্যবধান—১৩,২৪৪

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারি দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, **"সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে"** আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।